দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 6 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী

পুরনো সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চায় সরকার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট ■

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, অতীতে দেশে একাধিকবার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন করা হয়নি। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, দেখা যেত একটি সরকার তার মেয়াদের শেষের দিকে এসে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিত। পরবর্তীতে যখন আরেকটি সরকার ক্ষমতায় আসত তারা এর কার্যক্রম বন্ধ করে দিত। বর্তমান সরকার এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চাইছে। সে লক্ষেই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কমিটি করে দিয়েছে। এবং ইতিমধ্যেই এই কমিটি খসড়া তৈরী করেছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর ক্রিডাপ মিলনায়তনে 'প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি : জাতীয় অগ্রগতি কোন পথে' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। দৈনিক সমকালের উদ্যোগে আয়োজিত এই গোলটেবিলে সভাপতি ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সমকাল সম্পাদক গোলাম সারোয়ার।

আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন এ শিক্ষানীতি প্রণয়নের সকল ধরনের প্রক্রিয়া আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করে জানুয়ারি থেকে নতুন এই শিক্ষানীতির কার্যকারীতা শুরু করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি আমরা।

গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন বলেন, সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চায় সরকার। তাই অচিরেই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিটি অনলাইনে মুক্ত করে দিয়ে তার ওপর জনমত নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

আলোচনায় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে যে ৩ বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্সকে পর্যায়ক্রমে ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষক না থাকা। এর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এসব বিষয়গুলো প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেন এই শিক্ষাবিদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি যেসব প্রস্তাবনা রয়েছে তা দিয়ে দিন বদল সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানে একমুখীশিক্ষানীতির কথা থাকলেও প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে কয়েক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সে হিসাবে বলা যায় এই শিক্ষানীতি সংবিধানের পরিপন্থি। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নানা শিক্ষা দেয়া হলেও আমাদের শিক্ষানীতিতে এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষারমান উন্নয়নের জন্য দরকার যোগ্য ও দলীয় প্রভাবমুক্ত শিক্ষা প্রশাসন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আট মাস পেরিয়ে গেলেও তারা সেই যোগ্য শিক্ষা প্রশাসন গড়ে তোলতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম তার বক্তব্যে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে যে সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে ও শিক্ষা সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় দুটিকে ভেঙে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আরেকটিকে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে স্বাগত জানান। তিনি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বিশৃঙ্খলা রয়েছে তা দূর করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো এবং এর চেয়ারম্যানের পদকে মন্ত্রী পদমর্যাদার করার প্রস্তাব করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির যতটুকু এখন পর্যন্ত জানা গেছে তাতে নারী শিক্ষার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। এটা শিক্ষানীতিতে বিস্তারিতভাবে থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার বর্তমানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে বাণিজ্যিকীকরণ। এটা রোধেও যেন কার্যকর পদক্ষেপ নতুন শিক্ষানীতিতে থাকে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মানের অভাব রয়েছে। এর মান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নতুন এই শিক্ষানীতিতে থাকবে বলে আমরা আশা করি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান একটি সমস্যা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন সমাপ্ত না হওয়ার আগেই ঝরে পরে। এটা রোধে নতুন এই শিক্ষানীতিতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

এছাড়াও গোল টেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান মো. ইউসুফ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যক্ষ কাজী ফারুক, নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আখতার বেগম প্রমুখ।